ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থাঃ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৩০ নভেম্বর, ২০১৭

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের একটি- বিচার বিভাগ
- বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ বিচার বিভাগের একটি অন্যতম অংশ - বিচারিক সেবা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর
- বাংলাদেশ সংবিধানে অধস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা, দায়িত্ব পালনে স্বাধীনতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে (ষষ্ঠ ভাগ - দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ -অনুচ্ছেদ ১১৪-১১৬ক)
- সাধারণত বেশিরভাগ মামলাই এখতিয়ারসম্পন্ন অধস্তন আদালতে শুরু হয় - দেশে বিচারাধীন মোট মামলার অধিকাংশই (৮৬%) এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে
- সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ ও মাজদার হোসেন মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসিকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে বিচার বিভাগের অধীনে অনায়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ কার্যকর হয়

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও এর অনুকূলে আর্থিক ও আইনি সামর্থ্য দানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে
- জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট - (লক্ষমাত্রা ১৬) - ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সমান বিচার প্রাপ্তির অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল - ২০১২ এ বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যেমন- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন, বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্ত্বশাসন, বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা, বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা, বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন, যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি উল্লেখ করা হয়েছে
- দেশের আদালত ব্যবস্থায় নানা সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যম ও প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যে প্রতিফলিত
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের “জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ” (২০১৪) - নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত এখনও প্রভাবিত হওয়ায় সত্যিকারের স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ২০১৫ সালের ইউএনডিপি'র একসেস টু জাস্টিস ইন বাংলাদেশ সিচুয়েশন এনালাইসিস - ৩১% জনগণ মনে করেন বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতি বিদ্যমান

- টিআইবি'র সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপেও ধারাবাহিকভাবে (২০১০, ২০১২, ২০১৫) বিচারিক সেবা খাত অন্যতম প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে - সর্বশেষ ২০১৫ সালের জরিপের তথ্য অনুযায়ী - দেওয়ানি আদালত, ফৌজদারি আদালত, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনালগুলোতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার যথাক্রমে ৪৯.৪%, ৪১.৪% ও ৪৭.৬%

- বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে - এরই ধারাবাহিকতায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা;
- অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণা পরিধি

- এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার অধীন জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত, যেমন- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও কিছু বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- এই গবেষণায় অধস্তন আদালত ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে
- সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশক - সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার - আলোকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে

গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ দেশের সকল অধস্তন আদালত এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং ফলাফল সম্পর্কে একটি নির্দেশনা দেয়

বাংলাদেশের বিচারিক কাঠামো

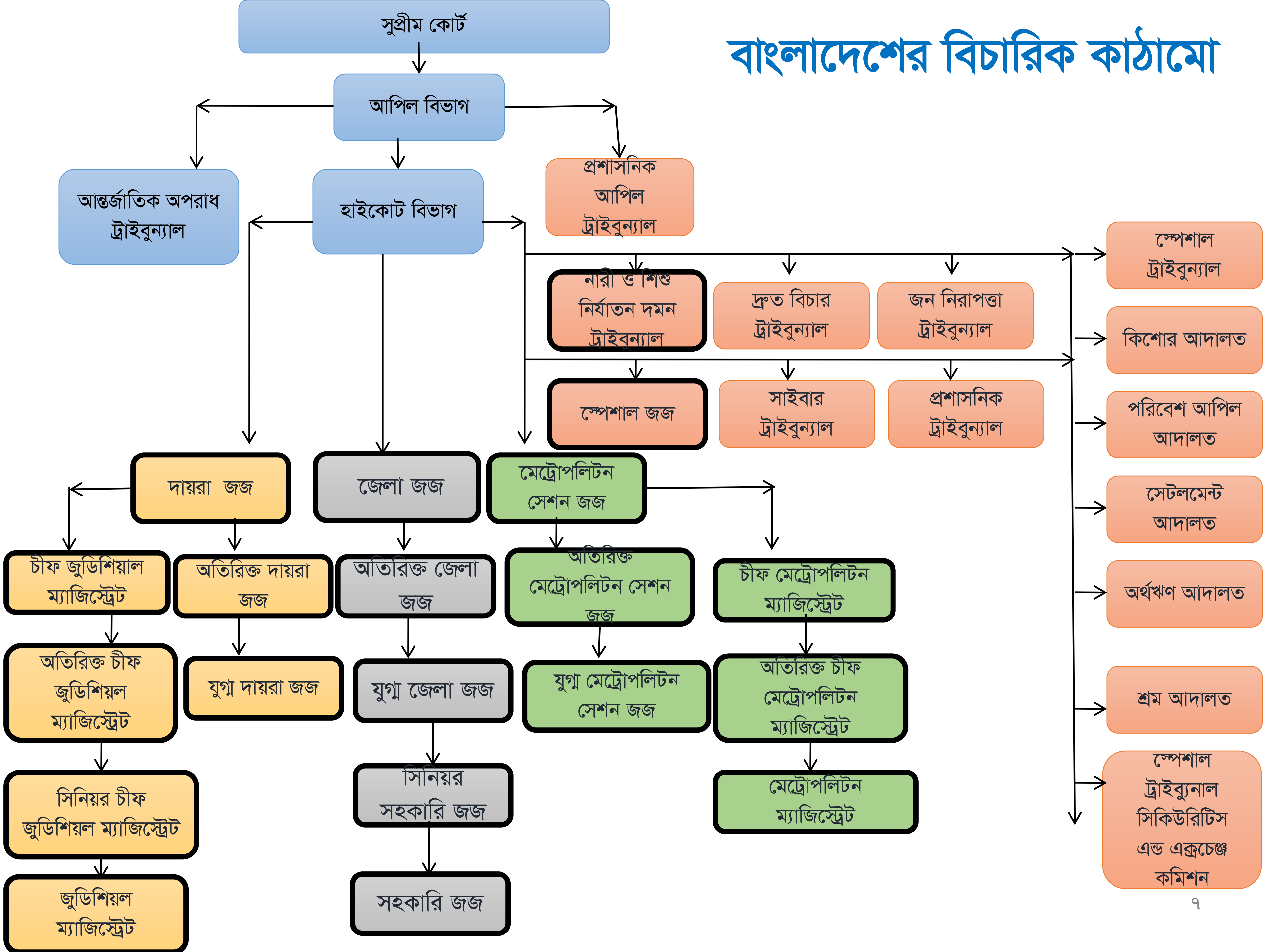

অধস্তন আদালত সংশ্লিষ্ট প্রধান অংশীজন

- সুপ্রীম কোর্ট
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- বিচারক
- আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী
- রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী
- জেলা আইনগত সহায়তা অফিস
- পুলিশ
- বিচারপ্রার্থী
- আইনজীবী
- আইনজীবীর সহকারি
- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
- গণমাধ্যম
- নাগরিক সমাজ

গবেষণা পদ্ধতি

- **গুণবাচক গবেষণা-** গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- **তথ্য সংগ্রহের এলাকা:** দেশের মোট ১৮টি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ
- **তথ্য সংগ্রহের জেলা নির্বাচন:**

  - দেশের ৮টি বিভাগের প্রতিটি থেকে দুটি করে মোট ১৬টি জেলা নির্বাচন এবং দুটি বিভাগ থেকে বিশেষ বিবেচনায় অতিরিক্ত একটি করে আরো দুটি জেলা, এভাবে মোট ১৮টি জেলা নির্বাচন - জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করা হয়েছে

- **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস:**
  - **মুখ্য তথ্যদাতা ও নিবিড় সাক্ষাৎকার -** অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিচারপ্রার্থী,আইনজীবী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, আইনজীবীর সহকারী/মুহুরী, জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী এবং অন্যান্য
  - **দলগত আলোচনা-** আইনজীবী, গণমাধ্যম কর্মী
  - **পর্যবেক্ষণ-** গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতসমূহ
- গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্ট ও মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধসহ যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি বিধায় তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস -** প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি
- **গবেষণার সময়কাল**

  জানুয়ারী - অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত সময়কালে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার কার্যকরতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ

- চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও জেলা জজ আদালত ভবন নির্মাণ ও উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণে প্রকল্প গ্রহণ
- কেস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন - মামলা নিষ্পত্তির জন্য সময় নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা নিষ্পত্তির নির্দেশনা
- বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এর যৌথ উদ্যোগে বিচার বিভাগীয় তথ্যবাতায়ন- সকল জেলার আদালতের জন্য ওয়েবসাইট তৈরী
- আদালত ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রবর্তন ও প্রসার - ডিজিটাল পদ্ধতিতে মামলার শুনানি ধারণ ও সংরক্ষণ
- তিন বছর মেয়াদি ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ, বিচারকদের ছুটি ও কর্মস্থল ত্যাগের বিষয়টি সহজীকরণের লক্ষ্যে e-Application software চালু
- বিচারিক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু
- দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান - জাতীয় হেল্পলাইন স্থাপন এবং আদালত প্রাঙ্গণে আইনগত সহায়তার তথ্য সম্বলিত বিলবোর্ড স্থাপন
- কয়েকটি জেলার আদালত ভবনে মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষের ব্যবস্থা, আদালত কক্ষের বাইরে বসার ব্যবস্থা, কক্ষ নির্দেশিকা টাঙ্গানো, মামলার তালিকা টাঙ্গানো, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিসি ক্যামেরা স্থাপন
- আদালতগুলোর কার্যকরতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে বেসরকারি পর্যায়ে (ইউএনডিপি, ইউএসএইডসহ অনান্য) নানা উদ্যোগ

গবেষণার ফলাফল

আইনি সীমাবদ্ধতা

- বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগ এবং এদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব (সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে) রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত
- রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসনিক, বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, সরকারি কৌঁসুলী ও পাবলিক প্রসিকিউটার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করে - অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে দুটি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান বিরাজ করছে
- বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা এখনো গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি
- আদালতের কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি নেই
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬-এর ধারা ১৩ অনুযায়ী কোনো উচ্চতর পদে ও বেতন স্কেলে পদোন্নতি পেলে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে - এ বিধানের কারণে অনেক বিচারক পদোন্নতি পাওয়ার পরও পদ অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না
- বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অধস্তন আদালতসমূহের অংশগ্রহণের বিধান কোনো আইনে সুস্পষ্ট না থাকা
- কিছু ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত আইনগুলোতে বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য সুনিদিষ্ট সময়সীমা না থাকা

দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ

- **প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা:**

  - অধস্তন আদালত সংক্রান্ত কোনো উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে কিছু ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ বা দীর্ঘসূত্রতা

- **প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি:**

  - কিছু ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবে সুপ্রীম কোর্ট নাকচ করে দেওয়ার পরও মন্ত্রণালয় তা বাস্তবায়ন করে- (সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রেষণে কর্মরত বিচারিক কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে যাওয়া)

- **বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি:**

  - বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পূর্বে বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির বিষয়গুলো সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিল এবং বর্তমানে তা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে যা কিছু ক্ষেত্রে অধস্তন আদালত ব্যবস্থার কার্যক্রম প্রভাবিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি করছে

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

অবকাঠামোগত ঘাটতি

- অনেকক্ষেত্রে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি বা অন্যান্য আদালতের জন্য পৃথক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া - ১৮টি এলাকার মধ্যে ৭টিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য নতুন ভবন নির্মাণাধীন এবং ৬টিতে কাজ শুরু হয়নি
- মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন আদালত সৃষ্টি হলেও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা না থাকা - ভবন স্বল্পতার কারণে কক্ষ সংকট সৃষ্টি এবং অনেক ক্ষেত্রে ডিসি অফিস বা জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের কক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা
- বিচারকদের ব্যক্তিগত চেম্বার ও এজলাস শেয়ার -বিচারিক কর্মঘন্টা কমে যাওয়া- কিছু ক্ষেত্রে মামলার শুনানি না হওয়া, সাক্ষীর ফেরত যাওয়া ইত্যাদি
- আদালতের রেকর্ডরুম, মালখানায় স্থান সংকট - নথি ও আলামত সংরক্ষণে সমস্যা - নথি নষ্ট এবং হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি
- আদালতগুলোতে দায়িত্বরত পুলিশদের অবস্থান ও কার্য পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা
- আদালত প্রাঙ্গণে বিচারপ্রার্থীদের বসার স্থান ও শৌচাগারের অপ্রতুলতা ও নারীদের জন্য পৃথক শৌচাগার ব্যবস্থা না থাকা
- আদালত প্রাঙ্গণ ও ভবনে প্রতিবন্ধী বিচারপ্রার্থীদের জন্য কোনো বিশেষ ব্যব্যস্থা না থাকা, অনেকক্ষেত্রে লিফটের ব্যবস্থা না থাকা বা থাকলেও সচল না থাকা
- আইনজীবীদের বসার স্থানের অপ্রতুলতা

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

আর্থিক বরাদ্দের ঘাটতি:

- সার্বিকভাবে দেশের অধস্তন আদালতগুলোতে বাজেট স্বল্পতা (যেমন- লজিস্টিকস, যানবাহন, প্রশিক্ষণ, সভা অনুষ্ঠানের বাজেট ইত্যাদি)
- অধস্তন আদালত থেকে অর্থ বরাদ্দের জন্য চাহিদা প্রেরণের ব্যবস্থা নেই- প্রায়শই বছরের মাঝে কিছু খাতভিত্তিক বাজেট শেষ হয়ে যাওয়ায় মন্ত্রণালয়ের কাছে কন্টিনজেন্সি বাজেট চাইতে হয় - এক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনে দীর্ঘসূত্রতা
- বিভিন্ন ভাতা (যেমন - সমন জারির যাতায়াত ভাতা, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের ভাতা) বর্তমান সময়ের বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

লজিস্টিকস ঘাটতি:

- আদালতগুলোতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সংখ্যক লজিস্টিকস (চেয়ার, টেবিল,আলমারি, র‍্যাক, কম্পিউটার, প্রিন্টার, টোনার ইত্যাদি) ঘাটতি
- আদালতের প্রশাসনিক ও বিচার কাজের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম ও বিশেষ কাগজের (রায় লেখার জন্য ব্যবহৃত কাগজ, ওয়ারেন্ট ফরম, সমন ফরম ইত্যাদি) অপ্রতুলতা
- আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত ইন্টারনেট সংযোগ ঘাটতি

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

জনবল ঘাটতি

- সার্বিকভাবে অধস্তন আদালতগুলোতে পর্যাপ্ত জনবলের (বিচারক ও সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী) স্বল্পতা - মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন আদালত সৃষ্টি হলেও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল বরাদ্দ দেওয়া হয়নি
- অনেক ক্ষেত্রে কিছু পদ সাময়িকভাবে (বদলি, অবসর গ্রহণ, ছুটি ইত্যাদি কারণে) দীর্ঘদিন শূন্য থাকছে - এক্ষেত্রে অপর একজন বিচারককে তার দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয় - ভারপ্রাপ্ত বিচারকের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা অনেকাংশে কঠিন হয়ে পড়ে
- গবেষণার আওতাভুক্ত জেলাগুলোর ৬২১টি আদালতে ১১৪ জন বিচারকের সাময়িক ঘাটতি এবং ৫৭৯ জন সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ শূন্য
- জনবল কম থাকায় সকল পর্যায়ে কাজের চাপ বৃদ্ধি - কিছু ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদনে ধীরগতি
- কাজের চাপ সামলানোর জন্য কর্মচারী কর্তৃক অনানুষ্ঠানিকভাবে উমেদারদের কাজে যুক্ত করার প্রবণতা - কর্মচারীদের নিয়মবর্হির্ভূত উপার্জন থেকে উমেদারদের পারিশ্রমিক প্রদান
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পর্যাপ্ত জনবল ঘাটতি ও অনেক ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিসারের অনুপস্থিতির কারণে সেবা প্রদান কার্যক্রম ব্যাহত

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

প্রশিক্ষণের ঘাটতি

- বিচারকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের সংখ্যা এবং বিশেষায়িত আইনের ওপর প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়
- প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা - কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পেতে এক বছরের অধিক সময় লাগে
- কর্মচারীদের জন্য যে কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল
- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের সংখ্যাও কম - সকল পর্যায়ের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই
- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতার (অবকাঠামো, জনবল, বাজেট) ঘাটতি
- আইনজীবীদের জন্য বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল

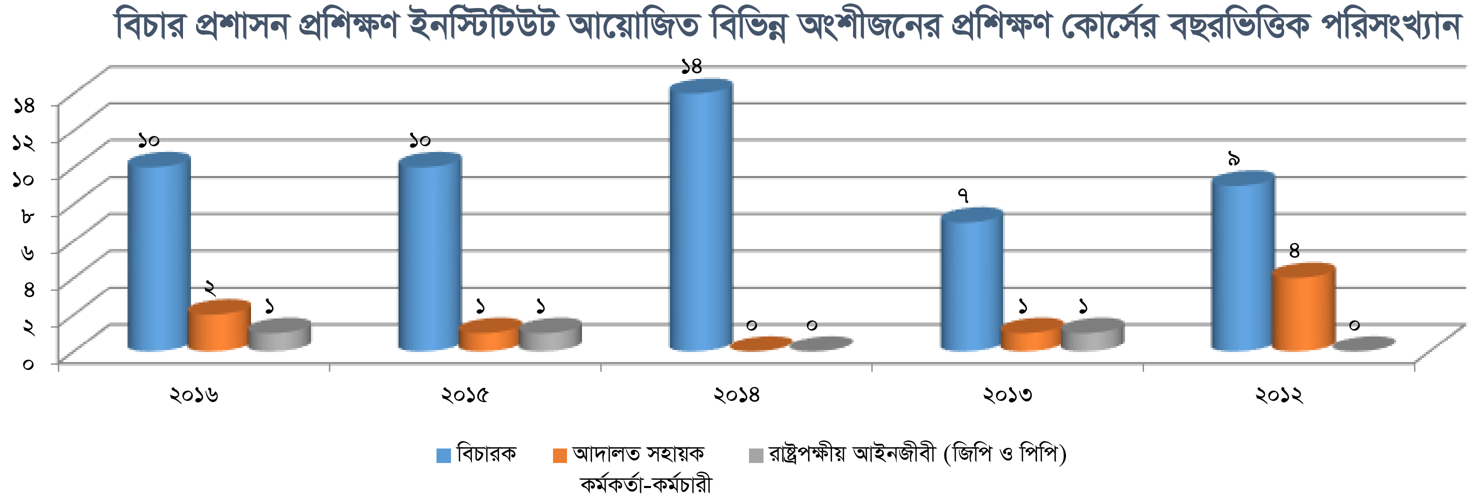

অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে চ্যালেঞ্জ

- কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা
- কর্মচারী পদে পদ অনুযায়ী দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয় না (যেমন- টাইপ জানে না এমন ব্যক্তির স্টেনো টাইপিস্ট পদে নিয়োগ ইত্যাদি)
- কর্মচারীদের নিয়মিত বদলি না হওয়া এবং দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি
- সার্বিকভাবে কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ কম

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগে চ্যালেঞ্জ

- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রধান্য পায় - কিছু ক্ষেত্রে কর্মরত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা একইসাথে রাজনৈতিক সংগঠনের বিভিন্ন পদে রয়েছেন
- নিয়োগের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী (যেমন-কর্ম অভিজ্ঞতার সময়সীমা) অনুসরণ না হওয়ার অভিযোগ

আইনজীবীদের সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জ

- যথাযথভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিও আইন চর্চার অনুমতি পেয়েছেন বলে অভিযোগ - দেশের কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ল' কলেজের আইনের স্নাতক পর্যায়ের সনদ মানসম্পন্ন না হওয়ার অভিযোগ - হাইকোর্ট কর্তৃক আইন শিক্ষা এবং আইনজীবীর সনদ প্রাপ্তি বিষয়ক নির্দেশনা

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা

- আর্থিক তদারকির ঘাটতি - কোনো কোনো আদালতে দীর্ঘদিন আর্থিক নিরীক্ষা না হওয়া
- বিচারকদের কার্যক্রম ও আচরণ তদারকিতে ঘাটতি

  - কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ না হওয়া এবং তা যথাযথভাবে তদারকি না হওয়া - (যেমন- বৃহস্পতিবার দ্রুত কার্যালয় ও জেলা ত্যাগ করা ও রবিবারে দেরি করে আদালতে আসা, যথা সময়ে এজলাসে আসন গ্রহণ না করা ইত্যাদি)

  - বিচারিক কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) যথাসময়ে হাইকোর্টে প্রেরণ না করা - পদোন্নতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক সমস্যা

  - কিছু ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিচারিক নীতিমালা ভঙ্গ এবং পেশাগত অসদাচরণের অভিযোগ

- সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি

  - অধস্তন আদালতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকল খানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শনের ঘাটতি - কর্মচারীদের ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ গ্রহণ বন্ধে স্বপ্রণোদিতভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও আইনজীবীদের কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি

  - রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের ফলে কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ফলপ্রসূ না হওয়া

  - বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে আইনজীবীদের আচরণ পরিবীক্ষণের ঘাটতি

  - স্থানীয়ভাবে আইনজীবী সমিতি কিছু ক্ষেত্রে তদারকি করলেও আইনজীবীদের স্বার্থ নিশ্চিতেই বেশি তৎপর বলে অভিযোগ

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা

অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

- অধস্তন আদালতসমূহে অভিযোগ প্রদানের জন্য কোনো অভিযোগ বাক্স বা কোনো অভিযোগ কেন্দ্র পরিলক্ষিত হয়নি
- লিখিত অভিযোগ প্রদান করার জন্য নির্ধারিত কোনো ফর্ম ও অভিযোগ গ্রহণের রেজিস্টার নেই
- অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণা না থাকা
- বিচারপ্রার্থীদের মামলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় অভিযোগ না জানানো
- অনেক ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ঘাটতি
- কিছু ক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত সম্পন্ন করতে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতার ঘাটতি

- আদালত প্রাঙ্গণে আদালতের সেবা বা মামলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত কোনো তথ্য বোর্ড বা সিটিজেন চার্টার নেই
- আদালতগুলোতে কোনো তথ্য কেন্দ্র নেই- গবেষণাভুক্ত ২টি জেলার নতুন আদালত ভবনের একটি অংশকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হয়নি
- প্রত্যেক আদালতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে তারা এ দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে ওয়াকিবহাল নন
- তথ্য প্রদানের রেজিস্টার আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না
- কিছু ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো ও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ - দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে তথ্য সরবরাহের ঘাটতি
- ওয়েবসাইট হালনাগাদ না করা - প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য (মামলার পরিসংখ্যান, বার্ষিক প্রতিবেদন, মামলার কার্যতালিকা) না থাকা
- অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন না থাকা
- জাতীয় আইনগত সহায়তা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় (বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে) প্রচারণার এবং বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে এ সম্পর্কে সচেতনতার ঘাটতি

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

প্রতারণা ও জালিয়াতি

- অনেক ক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থীরা দালাল এবং আইনজীবী (লাইসেন্সবিহীন) কর্তৃক প্রতারিত হয়
- অনেক সময় মামলার শুনানির তারিখ সম্পর্কে বিচারপ্রার্থীদের “ফলস ডেট” দেওয়া হয়
- আইনজীবী বা তাদের সহকারীরা তাদের নির্ধারিত ফি’র বাইরেও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রকৃত খরচের চেয়ে বেশি অর্থ মক্কেলের কাছ থেকে দাবি করে
- আইনজীবী বা আইনজীবীর সহকারী ও আদালতের কর্মচারীরা টাকা নিয়েও সময়মত কাজ করে না
- মামলার দুই পক্ষের আইনজীবীরা বা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা টাকার বিনিময়ে অন্য পক্ষের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মামলা ক্ষতিগ্রস্ত করে
- কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে মামলার কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে বিভিন্ন আদেশ বা রায় পরিবর্তনের অভিযোগ

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

দায়িত্ব পালনে অবহেলা

- কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক কর্মকর্তাদের এজলাসে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়ার অভিযোগ - আদালতের কার্যক্রম দেরীতে শুরু এবং বিচারের জন্য কর্মঘন্টা কমে যায়
- আইনজীবীরা ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করেন
- আইনজীবীরা তাদের মক্কেলদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য (যেমন- মামলার ঝুঁকি ও অগ্রগতি) দেন না
- আইনজীবী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অবহেলাবশত বা যোগসাজশের কারণে সঠিকভাবে মামলা পরিচালনা করেন না (প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন না করা, জোরালোভাবে বিরোধিতা না করা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি)
- অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার আদালতে উপস্থিত না হওয়া এবং পুলিশ কর্তৃক সাক্ষী হাজির না করা
- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা (বিশেষ করে এপিপি বা এজিপি) মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতে উপস্থিত থাকেন না

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

- একটি মামলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয় - এ অর্থের পরিমাণ মামলার ধরন, গুরুত্ব, বিবাদী বা আসামীর সংখ্যা, কাজের অত্যাবশ্যকীয়তা, বিচারপ্রার্থীর সামর্থ্য ও এলাকার ওপর নির্ভর করে

- অনেক ক্ষেত্রেই আদালতের কর্মচারীরা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ ছাড়া কাজ করেন না

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্র বা বিবরণ	টাকার পরিমাণ
বিভিন্ন কাজের (সাক্ষীর শুনানি, স্বাক্ষর করা, জেরার সময় যথাযথ ভূমিকা না রাখা, মামলা আপোষ বা প্রত্যাহার ইত্যাদি) জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়	২০০ - ৬,০০,০০০
মামলার বিভিন্ন কাজের (ওয়ারেন্ট কপি থানায় পাঠানো, ওকালতনামা সনাক্ত, বেইলবন্ড প্রদান, বিভিন্ন নথি উত্তোলন, আসামিকে খাবার বা কোনো সুবিধা দেওয়ার জন্য ইত্যাদি) জন্য কোর্ট পুলিশের অর্থ আদায়	২০০ - ২০,০০০
রায় বা আদেশ (জামিন প্রদান, নিষেধাজ্ঞা জারি ইত্যাদি) প্রভাবিত করার জন্য লেনদেনের অভিযোগ	২০,০০০ - ১০,০০,০০০

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

দেওয়ানী মামলায় বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (পরিসীমায়)

কাজের ধরন	টাকার পরিমাণ
আরজি দাখিল	২০-২০০০
শুনানীর দিন হাজিরা	২০-৫০০
শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ (সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া)	১০০-১০০০
আরজি সংশোধন	১০০-৩০০
সমন জারী	২০০-১০,০০০
সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ (সীল, স্বাক্ষর..)	৫০-১০০০
সাক্ষীর জেরা/জবানবন্দীর কপি তোলা	১৫০-১০০০
নিষেধাজ্ঞা জারির আদেশ প্রক্রিয়াকরণ	১০০-২০০০
নথি দেখার জন্য	৫০-১০০০
শুনানীর জন্য আদালতে নথি উপস্থাপন	৫০-৫০০
রায়ের নকল বা জাবেদা নকল উত্তোলন (ফলিওর ওপর নির্ভর করে)	২০০-৫০০০

এই অর্থ লেনদেন মূখ্য তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সন্নিবেশিত এবং এই তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

ফৌজদারী মামলায় বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (পরিসীমায়)

কাজের ধরন	টাকার পরিমাণ (পরিসীমায়)
মামলার ফাইলিং (সিআর মামলার ক্ষেত্রে)	২০-৩০০
মামলা আমলে নেওয়ার পর নোটিশ জারী	৫০-২০০০
বিবাদীর পিটিশন দাখিল	৫০-৩০০
প্রতি শুনানীর দিন হাজিরা সংক্রান্ত কাজ	২০-২০০
শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ (সময় বৃদ্ধি করে নেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া)	৫০-৫০০
ওয়ারেন্ট দ্রুত পাঠানোর জন্য	১০০-৭০০
সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ (সীল, স্বাক্ষর ইত্যাদি)	১০০-৫০০
কোনো নথির কপি তোলা (এফআইআর ও অন্যান্য)	৫০-১০০০
জামিনের দরখাস্ত	১০০-১০০০
জামিননামা জমা	১০০-১৫০০
জামিননামা ও জামিনের আদেশ কারাগারে প্রেরণ	১০০-৫০০০
জামিন না পেলে পুনরায় আবেদন	১০০-১০০০
জাবেদা নকল (ফলিওর ওপর নির্ভর করে)	৫০০-৫০০০

এই অর্থ লেনদেন মুখ্য তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সন্নিবেশিত এবং এই তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেন

- লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবীদের বিরুদ্ধে আইনগত সহায়তা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা দাবির অভিযোগ
- মামলা প্রত্যাহার বা আইনজীবী পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আইনজীবীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হলে স্বাক্ষর দিতে না চাওয়া এবং অর্থ দাবি
- বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আদালত কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানার দাবি পরিশোধের আদেশের পর মোহরানার টাকা গ্রহণের সময় জোরপূর্বক উক্ত টাকার অংশ (আইনজীবী ফি'র বাইরে) আদায়
- আইনজীবী ও তাদের সহকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির (যেমন- বিচারক, পিপি/জিপি বা আদালতের কর্মচারী ইত্যাদি) নাম ভাঙ্গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ দাবি
- কিছু ক্ষেত্রে মামলা জিতিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মামলার উভয় (বাদী-বিবাদী) পক্ষের কাছ থেকে টাকা নেওয়া - যে পক্ষ হেরে যায় তার টাকা সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ রেখে ফেরত দেওয়া হয়

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

প্রভাব বিস্তার ও অন্যান্য চাপ

- কিছু ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে বিচারকদের কাছে বিচারিক কার্যক্রম বা অন্যান্য (জামিন দেওয়া, কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি) সম্পর্কিত তদবির ও চাপ আসার অভিযোগ - এলাকাভেদে (বিভাগীয় এবং সংবেদনশীল এলাকা) এই ধরনের চাপ কম বা বেশি হয় - ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদবির রক্ষা না করা হলে বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতিতে নেতিবাচক প্রভাব (বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে প্রভাব)

- মন্ত্রণালয় ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে তদবির বা ভালো যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রাপ্তির অভিযোগ

- কিছু ক্ষেত্রে আদালত পরিদর্শনের সময় বা ব্যক্তিগত ভ্রমণকালে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জন্য অতিরিক্ত প্রটোকল ও উপঢৌকনের ব্যবস্থা করতে হয় - এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে ভয় বা মানসিক চাপ কাজ করে

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবেদনশীল বিষয়ে বিচারকালে বিচারকেরা মানসিক চাপ অনুভব করেন - আইনজীবীদের আদালত বর্জন ও ভাংচুর ইত্যাদি বিষয় এ ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা

নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে অনিয়ম

- কিছু ক্ষেত্রে বিচারকদের বদলির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং তদবির - সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রি ও মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ বা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভালো বা পছন্দনীয় স্থানে বদলি এবং একই এলাকায় বিভিন্ন পদে দীর্ঘ সময় অবস্থান
- কর্মচারি নিয়োগ ও বদলির (নিজ জেলায় বদলির জন্য, কিছু বিশেষ আদালত বা শাখায়) ক্ষেত্রে তদবির ও নিয়মবহির্ভুত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ - কেনো কোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩,০০০০০ - ২০,০০০০০ টাকা লেনদেনের অভিযোগ
- রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগে কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ
- বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অনিয়ম এবং নিয়ম বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের অভিযোগ

অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা • প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা (আইনি, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল, প্রশিক্ষণ ঘাটতি) • কার্যকর জবাবদিহিতার ঘাটতি • স্বচ্ছতা ও তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি • মামলার পদ্ধতিগত জটিলতা	• মন্ত্রণালয় এবং সুপ্রিমকোর্টের দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন • বিচারিক কার্যক্রম ব্যাহত • আদালতের প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত • মামলার দীর্ঘসূত্রতা ও মামলা জট • দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটন • বিচারপ্রার্থীদের হয়রানি ও ভোগান্তি • বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ঝুঁকি সৃষ্টি	• বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত • বিচারপ্রার্থীরা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত • বিচারপ্রার্থীদের আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীতি সৃষ্টি • ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে
- অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান - প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা, প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি
- অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ ও কার্যকর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি পরিলক্ষিত
- কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত এবং মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম - বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রবণতা - বিচারপ্রার্থীদের নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হওয়া
- সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি - অপরদিকে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতি বৃদ্ধি একটি অপরটির পরিপূরক
- বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত

সুপারিশ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

১. অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রীম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে;

২. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও আইনি সংস্কার নিশ্চিত করতে হবে;

৩. যথাযথভাবে স্বপ্রণোদিত চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে অধস্তন আদালতগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে - বিভিন্ন ভাতা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;

৪. দেশের সকল অধস্তন আদালতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;

৫. বিচারকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে;

৬. অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে;

৭. রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ স্বচ্ছ এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে;

৮. বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে - বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;

সুপারিশ

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

৯. অধস্তন আদালতের কার্যক্রমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিতের ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালত প্রাঙ্গণে নাগরিক সনদ প্রবর্তন, পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে;

১০. সকল অধস্তন আদালতের জন্য সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে;

১১. নিয়মিত বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও স্বপ্রণোদিত বাৎসরিক হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

১২. বিচারকদের চাকুরীর শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা দ্রুত গেজেট আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং সকল বিচারিক কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অধস্তন আদালতের সহায়ক কর্মচারীদের জন্য পৃথক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে;

১৩. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক, কর্মচারী ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আচরণ ও কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে-

- প্রতিবছর হাইকোর্ট কর্তৃক অধস্তন আদালত পরিদর্শন বা আকস্মিক পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে;
- অধস্তন আদালতের বিভিন্ন কার্যালয় (যেমন- নেজারত, রেকর্ডরুম, নকলখানা, মালখানা ইত্যাদি) নিয়মিত পরিদর্শন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;
- বিচারক এবং আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পত্তির বাধ্যতামুলক বার্ষিক প্রকাশ এবং হালনাগাদ করতে হবে;

সুপারিশ

জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ (চলমান..)

১৪. আইনজীবীদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে বার কাউন্সিল, স্থানীয় আইনজীবী সমিতি ও স্থানীয় বিচারিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে;

১৫. প্রত্যেক জেলার আদালত প্রাঙ্গণে অভিযোগ বাক্স স্থাপন, অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং অভিযোগ সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ

১৬. অধস্তন আদালতের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে কোনো দুর্নীতি ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৭. বিচারকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে;

অন্যান্য

১৮. জাতীয় আইনগত সহায়তার প্রচারণা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরসণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ

প্রধান বিচারপতিদের উক্তি...

- "দ্বৈত শাসন বিচার বিভাগের ধীর গতির অন্যতম কারণ"

- সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা

- "এ দেশের যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম, সেখানে বিচার বিভাগ আলাদা কোনো দ্বীপের মতো নয় যে সব জায়গায় অনিয়ম থাকবে আর বিচার বিভাগের সব ফেরেশতা হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না।"

- সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা

- "সচেতনতার অভাবে বিচার বিভাগে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে, সুপ্রীম কোর্ট থেকে অধস্তন আদালতে যখন কোনো নোটিশ জারির জন্য পাঠানো হয়, সেগুলো যথাসময়ে জারি হয়ে প্রতিবেদনসহ ফেরত আসে না। সুপ্রীম কোর্ট থেকে যখন কোনো নথি তলব করা হয়, সেগুলো সময়মতো অধস্তন আদালত থেকে প্রেরণ করা হয় না। এমনকি তাগিদ দেয়ার পরও নথি প্রেরণ করা হয় না। এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে"

- সাবেক প্রধান বিচারপতি মো: মোজাম্মেল হোসেন

- "আপনাদের অনেকেই নাজিরদের সঙ্গে অর্থ (টাকা পয়সা) লেনদেন করেন। তাদের কাছ থেকে তোলা নেন বলেও আমার কাছে তথ্য রয়েছে। নাজিরদের কাছ থেকে আর তোলা নেবেন না।"

- সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক